- বর্ষ ২০২০
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই- সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৯ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ১০৮জন শিক্ষার্থীর মাঝে ঘাসফুল এর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

ঘাসফুল দেশব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি নিরাপদ সবজি, স্বাস্থ্য, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও শিক্ষাসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শিক্ষিত ও লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জন করলে হবে না, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি ও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্কুল ১৯টি ও মাদ্রাসা ৫টি, এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ৬০ জন ও ছাত্র ৪৮ জন

গত ১১ জুলাই পিকেএসএফ এর সহায়তায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর কর্ম-এলাকা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ফেনী জেলার মোট ২৪ টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত একশ আটজন (১০৮) জন শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রতি বার হাজার টাকা (১২,০০০/-) করে সর্বমোট ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনায় ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। শুরুতে এই মহতি আয়োজনে সহায়তার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষ এবং সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব, পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০২০ - ২১ অর্থবছরের ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ১মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতি ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্টপোষক মরহুম এম. এল. রহমানসহ এ পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি গত ১৩ জুন সাধারণ সভায় ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে তিন (০৩) সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি

শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা "ঘাসফুল বার্তা" এর উপদেষ্টা মন্ডলী'র সদস্য এবং Super Group of Companies এর চেয়ারম্যান লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি) গত ২৬ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি) উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে প্রিয়জন হারানোর শোক সইবার শক্তি দান করেন ।

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির কর্মকর্তা জোবায়দা গুলশানারা লাবনী'র মাতা গত ১৯ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমার প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল চৌমাশিয়া শাখার সহকারী অফিসার ইব্রাহিম খলিলের পিতা গত ১৯ জুলাই ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম লুৎফর রহমানের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী

গত ০১ আগস্ট ছিল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফর রহমানের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, লায়ন্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মরহুম লুৎফর রহমান ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে একজন খ্যাতনামা কর-উপদেষ্টা ছিলেন।

ঘাসফুল'র শিক্ষাবৃত্তি প্রদান... ১ম পৃষ্ঠার পর

হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মাদ রুহুল আমিন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘাসফুলের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনলাইনে যুক্ত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ইউসেপ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান পারভীন মাহমুদ এফসিএ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী, গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান, হাটহাজারী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শফিউল আজম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফজলুল কাদের চৌধুরী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোঃ আব্বাস আলী, পেশকার হাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মীর মোঃ নুরুল আমিন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন পার্বতী মডেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী পুষ্পিতা সেন, ঈদগাঁহ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন এবং অপর্নাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের ছাত্রী পাপড়ি ধর। অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ইলেক্ট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ, এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, ঘাসফুল'র রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ নাছির উদ্দিন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে সহায়তার জন্য পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প

হোম স্কুলিং ফোন কনফারেন্স কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

করোনাকালে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যকার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের সকল স্টাফ ও শিক্ষকদের হোম স্কুলিং কনফারেন্স কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গত ১৪ জুলাই সংস্থার প্রধান কার্যালয়স্থ কনফারেন্স হলে এক স্টাফ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। কোভিট-১৯ চলাকালীন সময়ে শিশুরা যেন শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে না পড়ে তার অংশ হিসেবে এ হোম স্কুলিং ইনোভেটিভ ফোন কনফারেন্স কার্যক্রম। উল্লেখ্য, এখানে ক্লাস পরিচালনার মাধ্যম হবে মোবাইল ফোনে দলগতভাবে কল দেয়া। শিক্ষক দলগত কলটি দেবেন শিক্ষার্থীদের মা-বাবা বা অভিভাবকদের মোবাইলে। সকলের মোবাইল ফোনেই কনফারেন্স কল করার সুযোগ রয়েছে। কনফারেন্স কলের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা বিষয়ে ইতিমধ্যে ৯৭ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচি'র উদ্যোগে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসময় উপস্থিতি ছিলেন প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ ও ব্র্যাকের প্রশিক্ষক মোঃ শওকত আকবর ।

মোবাইল ফোন কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

করোনাকালীন সময়ে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় ঘাসফুলের শিক্ষার্থীরা নতুন ডিজিটাল যুগে পদার্পন করেছে। আমাদের দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা ছিল সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। কিন্তু মহামারি কোভিড-১৯ আমাদের জীবনের এই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ কারণে বন্ধ হয়ে গেছে সারা বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। চলমান এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির শিশু শিক্ষার্থীরা গত ১৯ জুলাই থেকে ঘরে বসে (ঘর থেকে পড়বো) - হোম স্কুলিং শিক্ষা কার্যক্রম এর মাধ্যমে শিক্ষাসেবা পেতে শুরু করেছে। এটি একটি বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ফোন কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে। উল্লেখ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল চট্টগ্রাম আরবান এলাকায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪১৯৭ জন সুবিধাবঞ্চিত

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে করোনাকালীন এই পদ্ধতিতে শিক্ষাসেবা অব্যাহত রেখেছে।

৪র্থশ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

ভয়কে জয় করবো, শিক্ষাকে হ্যাঁ বলবো এই শ্লোগানকে ধারণ করে করোনাকালীন যাতে কোন শিশু শিক্ষার বাইরে না থাকে সে লক্ষ্যে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের উদ্যোগে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গত ২১ আগস্ট প্রকল্পের চট্টগ্রাম নগরীর ছোটপুল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে ৪র্থশ্রেণির নতুন পাঠ্যবই তুল দিয়ে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এসময় বই বিতরণ করেন সেকেন্ড চান্স কর্মসূচির আগ্রাবাদ ছোটপুল উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য কোহিনুর আকতার এবং ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির প্রোগ্রাম সুপারভাইজার জোবায়দা গুলশান আরা লাবনী। সবক্ষেত্রে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যায়ক্রমে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীতে পরিচালিত ১৪২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪১৯৭ জন শিক্ষার্থীদের হাতে চতুর্থশ্রেণির বই তুলে দেয়া হয়। উল্লেখ্য প্রকল্পটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২১টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করছে।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প

শিক্ষকদের জন্য ছয়দিন ব্যাপী ৪র্থশ্রেণির বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে গত ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে নগরীর পাঁচটি এলাকায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য ছয়দিন ব্যাপী ৪র্থশ্রেণীর বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ঘাসফুলের টাইগারপাস কলোনীর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ছয়দিন ব্যাপী এ মৌলিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলগামী করার জন্য সরকারের এ কর্মসুচি। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরাই এ কর্মসূচির মূল চালিকাশক্তি। শিশুদের স্কুলগামী করার জন্য অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও ভূমিকা রাখতে হবে, প্রকল্পে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশ সমৃদ্ধ হবে। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির মাঠ সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, ব্র্যাকের কোয়ালিটি ও মনিটরিং কর্মকর্তা মোঃ আবদুল আলি ও ঘাসফুলের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদসহ ফিল্ড সুপারভাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ঝরেপড়া ও আউট-অব-স্কুল শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আনার জন্য এই প্রোগ্রাম। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র পরিচালনায় ব্র্যাকের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম ধাপে ১৬-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫টি ব্যাচে যথাক্রমে পাহাড়তলী শিক্ষা থানার বাহির ফিরোজশাহ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ জন শিক্ষিকা, ডবলমুরিং শিক্ষা থানার টাইগারপাস রেলওয়ে কলোনী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষিকা, ডেবারপাড় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষিকা, ছোটপুল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষিকা ও পাচলাইশ শিক্ষা থানার চন্দ্রনগর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষিকা এবং দ্বিতীয় ধাপে ২২ - ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথাক্রমে ৪টি ব্যাচে কোতয়ালী শিক্ষা থানার মনোহরখালী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষিকা, চান্দগাঁও শিক্ষা থানার মিয়াখান নগর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ জন, পাহাড়তলী শিক্ষা থানার বাহির ফিরোজশাহ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ জন শিক্ষিকা, ডবলমুরিং শিক্ষা থানার টাইগারপাস রেলওয়ে কলোনী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ জন শিক্ষিকা ৬দিন ব্যাপী তৃতীয় শ্রেণি হতে ৪র্থশ্রেণিতে উত্তোলনের পূর্বে শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুপারভাইজার জুবাইদা গুলশান আরা, সুচিত্রা মিত্র, রেহানা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, বিদ্যুৎ কান্তি দেব, গুলশান আরা, হাফসা বেগম, মোহাম্মদ আলী ও সৌরভ হায়দার শাওয়াল। প্রশিক্ষণ চলাকালীণ সময়ে সংস্থার উপপরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ) ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মফিজুর রহমান তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফিরোজশাহ, টাইগার পাস ও ফিরিঙ্গি বাজার পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, ব্র্যাকের প্রশিক্ষক মোঃ শওকত আকবর, ব্র্যাকের মনিটরিং ও কোয়ালিটি অফিসার মোঃ আব্দুল আলী ও ঘাসফুলের কর্মসূচির মাঠ সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম।

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প এর আওতায় চলমান কোভিড-১৯ সময়কালে অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা করা হয়। গত সেপ্টম্বর মাস জুড়ে ৬৮টি জীবন দক্ষতা সেশনে ৬৩২জন উপকারভোগী সদস্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৬৮ সেশনের মধ্যে ২৬ টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জালালাবাদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, পশ্চিম ষোলশহর, শুল্কবহর,, উত্তর পাহাড়তলী, সরাইপাড়া, দক্ষিণ পাহাড়তলী, বাগমনিরাম, গোসাইলডাঙ্গা, ফিরিঙ্গিবাজার ওয়ার্ডের বিভিন্ন কমিউনিটি পর্যায়ে এবং বাকী ৪২টি সেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুইয়াশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন কলেজ, হোসেন আহমদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, দেওয়ানহাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম মাদ্রাসা। সেশন

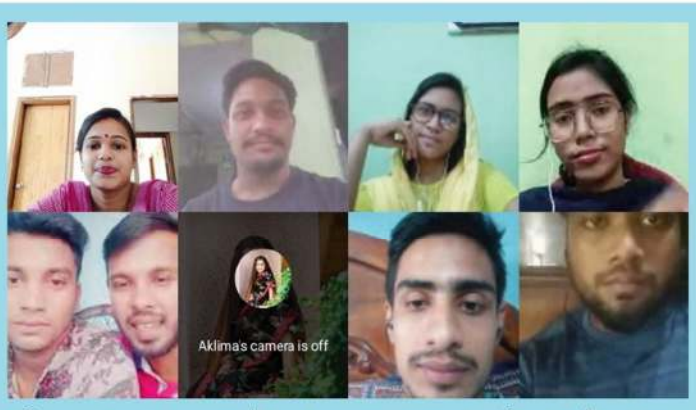

পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জেরিন হায়দার চৌধুরী, জসিম উদ্দিন। ফ্যাসিলেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসাইন ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদিতা পাল, শমী চক্রবর্তী দে ও মল্লিকা দাশ প্রিয়া।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২০

গত ১২ আগস্ট ছিল আন্তর্জাতিক যুব দিবস এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ছিল জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের দিবস দুইটির মধ্যে রয়েছে অভিন্ন উদ্দেশ্য ও সামাজিক সংযোগ। আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বৈশ্বিক কর্মে যুবশক্তি" এবং কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার"। দুটি ক্ষেত্রেই বৈশ্বিক প্রভাব ও অবদানের বিষয়টিকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা জানি একটি দেশের সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার যুবসমাজ। অন্যদিকে আগামীদিনে একটি সুস্থ প্রজন্ম বা সুন্দর যুবসমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন সুস্থ, বিকশিত কন্যাশিশু। কারণ আজকের কন্যাশিশুটিই হবে আগামী দিনের আদর্শ মা। আমরা সবাই জানি একটি সুশীল, সভ্য ও দক্ষ জাতি তৈরীতে সুশিক্ষিত মায়ের বিকল্প নেই। একদল সুশিক্ষিত মা তৈরীর একমাত্র উপায় হলো আমাদের কন্যাশিশুদের জন্য সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা। বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের বৈশ্বিক স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং এ মুহূর্তে আমাদের কন্যাশিশু ও যুবসমাজকে বিশ্ব উপযোগী করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। এসডিজি অর্জনে এ দুইটি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সনাতনী ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করে শিক্ষা, সুযোগ এবং শাসন পর্যায়ে ছেলেমেয়ের পার্থক্য ঘুচাতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে যথার্থ সমতা। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। আমাদের সন্তানদের বিশ্ব উপযোগী করে গড়ে তোলার আরো একটি বিশেষ কারণ হলো; চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়বে বিশ্বময়। বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সমস্যা, সংকট, আবিস্কার, অবদানের সুফল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সকল প্রান্তে। বর্তমান সময়ের কোভিড - ১৯ তার একটি বড় উদাহরণ। সুতরাং দেশের যুবসমাজ ও কন্যাশিশুদের বিশ্ব উপযোগী করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে আমরা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবো। এছাড়াও সমাজে বিরাজমান ধর্ষণ, হত্যা, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি দুর করতে আমাদের প্রয়োজন সুস্থ, সভ্য ও শিক্ষিত যুবসমাজ। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জিডিপি বৃদ্ধির পরও যদি যদি নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকে, বিশেষ করে আমাদের কন্যাশিশু/নারী সমাজ যদি নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করতে না পারে সেক্ষেত্রে সকল উন্নয়ন ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, আমাদের দেশের অভিভাবকেরা তাদের কন্যাশিশুদের নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় থাকেন। ধর্ষণ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন ইত্যাদি ভেবে তারা পড়ালেখা চলাকালীন কন্যাশিশুদের বিয়ে দিতে বেশী আগ্রহবোধ করেন। ফলে একজন ভাল, আদর্শবান মা তৈরীতে আমরা ব্যর্থ হই। আদর্শবান মায়ের অভাবে সুস্থ, সভ্য যুবসমাজ তৈরী অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এভাবে সুস্থ, সভ্য ও সুন্দর জাতি বির্নিমাণ পিছিয়ে পড়ে দেশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উন্নয়নতো আর থেমে থাকে না। তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা যুগোপযোগী করে দেশের জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র জনসম্পদ নয়, অধিকতর যোগ্যতম জনসম্পদে রূপান্তর করছে। চলমান সময় বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার যুগ। এখানে শুধু যোগ্য হলে নেতৃত্ব আশা করা যায় না, অধিকতর যোগ্যবান প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং বৈশ্বিক কার্যক্রম এসডিজি অর্জনে নিজেদের অবদান নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমরা জানি এ অর্জনে সরকারি-বেসরকারি সবক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বহু প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা এখন উর্ধ্বমুখি। উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সুশাসনও অত্যন্ত জরুরী। অবকাঠোগত বা আর্থিক উন্নয়ন একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি করলেও মানুষের নিরাপত্তা বিধান সমবন্টন নিশ্চিত ও বৈষম্য দুর করতে পারে না। এজন্য পৃথিবীর উন্নয়নশীল অনেক দেশে দেখা যায় অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক হলেও সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিক সম্প্রতি সন্তোষজনক নয়। সুষম বন্টন, আইনের শাসন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণে বিশেষ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। অসম বন্টন ও বৈষম্যসহ সামাজিক নিরাপত্তাবিহীন সমাজে অসন্তোষ, ক্ষোভ জমে গেলে দেশের যুবসমাজ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্তি, খুন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে দেশে। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের মধ্যদিয়ে দেশের কন্যাশিশুদের যেমন যোগ্য নাগরিক, যোগ্য মা তৈরী করা যায় ঠিক তেমনি একটি সুশীল যুবসমাজও তৈরী করা সম্ভব। আমাদের যোগ্যকন্যারা সমাজের সকল বৈষম্য ভেঙে সমতা নিশ্চিত করবে আর সম্মিলিত যুবসমাজ যোগ্যতর হয়ে উঠবে কঠিন প্রতিযোগিতায় এবং বিশ্বময়।

ইনফোপ্রেনিউর (Infopreneur)

ইনফোপ্রেনিউর শব্দটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের দেশে এবিষয়ে পরিচিতি তেমন ব্যাপক নয়। আমরা এন্টারপ্রেনিউর বা উদ্যোক্তা শব্দটির সাথে অত্যন্ত পরিচিত। বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গত দেড় দশক ধরে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। প্রযুক্তির এই যুগে এন্টারপ্রেনিউর এর চেয়ে ব্যাপক ভূমিকায় অবদান রাখছে ইনফোপ্রেনিউর। বিষয়টি বোধগম্য করতে একটি সচিত্র উদাহরণ দিয়ে শুরু করছি।

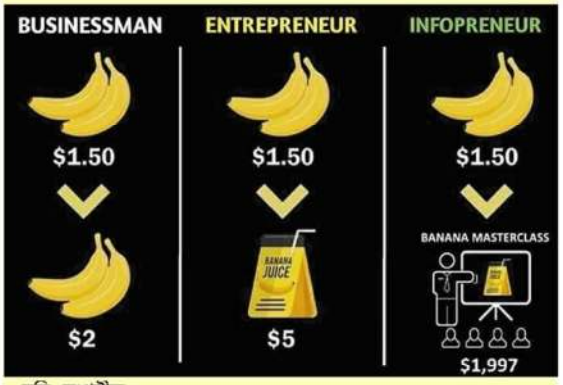

ছবি- সংগৃহীত

ছবিতে প্রথম ধাপে একজন ব্যবসায়ী (Trader) দেড় ডলারে কলা কিনে দুই ডলারে বিক্রি করে দেন এবং প্রতি কলায় আধ ডলার মুনাফা করছেন। এ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় ব্যবসায়ী সংক্ষিপ্ত সময়ে, সংক্ষিপ্ত পন্থায় স্বল্প লাভ আহরণ করছেন। এখানে তার লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি কিংবা পণ্য অক্ষত রাখা বা নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আরো দেখা যায় এ প্রক্রিয়ায় তার নিজ আয়ের সংস্থান হলেও অন্যান্যদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরী হয়নি। দ্বিতীয় ধাপে দেখা যায় একজন উদ্যোক্তা (Entrepreneur) দেড় ডলারের কলা কিনে তিনি তার মেধা ও শ্রম ব্যবহার করে কলার জুস তৈরী করে পাঁচ ডলারে বিক্রি করছেন। এ প্রক্রিয়ায় আয়ের পরিমাণ বেশী হলেও উৎপাদন ঝুঁকি, বিপনন ঝুঁকি ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন উদ্যোক্তা নিজ আয়ের উৎস সৃষ্টির পাশাপাশি আরো অনেকের জন্য কর্ম-সংস্থান বা বাজার সৃষ্টি করে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ছবির তৃতীয়ধাপে একজন ইনফোপ্রেনিউরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কলা থেকে জুস বানানোর প্রযুক্তি এবং বাজারজাতকরণের কৌশলটিকে যথার্থভাবে গবেষণালব্দ জ্ঞান দিয়ে সংগঠিত করে প্রশিক্ষক ও পরামর্শক হিসেবে একটি ইনষ্টিটিউশানের মাধ্যমে আরো অধিক লোকের কাছে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়িক ঝুঁকি কমে যায়, শারীরিক শ্রমের চেয়ে মেধার ব্যবহার বেড়ে যায় এবং লাভের পরিমাণও অত্যন্ত বেড়ে যায়। এটি মুলত মেধাভিত্তিক কর্মসংস্থান বা ব্যবসা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক হারে কর্ম-সংস্থান তৈরীর সুযোগ থাকে। পণ্যের বহুমুখি বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মহীন বেকারদের কর্মসংস্থান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অর্থলগ্নির সৃষ্টি করে।

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইনফোপ্রেনিউর (Infopreneur)

..... ৫ম পৃষ্ঠার পর

যেমন ধরুন একজন বেকার একটি যথার্থ প্রতিষ্ঠানের আওতায় কলা থেকে জুস তৈরীর প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক কৌশল শিখে নিলেন এবং ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ব্যাংক, এনজিও এর সাথে সংযুক্ত হয়ে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরিবারের হাল ধরতে পারে। অন্যদিকে এরকম শত শত প্রশিক্ষিত যুবক বা বেকারদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে অর্থলগ্নি করে তাদের বাজার সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেশিনারিজ, দোকানঘরের মালিকদের বাজারও সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং এই পর্যায়ে স্পস্টভাবে বুঝা যায় মেধাভিত্তিক উদ্যোগ ইনফোপ্রেনিউরশীপে (Infopreneurship) ব্যবসায়িক ঝুঁকি কম, লাভ বেশী এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকাও অত্যাধিক। ইনফোপ্রেনিউরশীপের মাধ্যমে আপনি মানুষকে শিক্ষিত করা শুরু করবেন এবং লোকেরা যথার্থ ও কার্যকর শিক্ষার জন্য আপনাকে টাকা দিতে কখনও আপত্তি করবে না- এটি অত্যন্ত পরিক্ষিত বিষয়। এজন্য দেখা যায় হাজার হাজার বিজ্ঞাপনের মধ্যেও সব বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে মানুষ নিভৃতে বসে থাকা সুনামধারী প্রতিষ্ঠানে ধর্না দেয়। কারণ একজন সন্তুষ্ট ভোক্তা বা গ্রাহক লক্ষ বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশী কার্যকর। এজন্য ইনফোপ্রেনিউরশীপে কোনধরণের কৃত্রিমতা, শঠতা বা নকল কার্যক্রম বাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বলা যায় এই সেক্টরটি অত্যন্ত দুরদর্শীতা, সৃজনশীল ও মেধাসম্পন্নদের জন্য সংরক্ষিত।

আপনি সাধারণ ধারণা দিয়ে ব্যবসায়ী হতে পারেন এরপর একটু উন্নত ধারণা নিয়ে একজন উদ্যোক্তা হতে পারেন এবং অত্যাধিক ধারণা এবং যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হলেই আপনি একজন ইনফোপ্রিনিউর হতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি লোকেদের কাছে কিছু বিক্রি করতে চান তবে লোকদের শিক্ষিত করুন। তারা সহজেই আপনার বায়ারে রূপান্তরিত হবে।

সহজ কথায় বলতে গেলে, একজন ইনফোপ্রেনিউরশীপ এমন এক পেশাদারীত্ব, যা একাধিক উৎস এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যত দুরদর্শীতা কাজে লাগিয়ে গবেষণালব্দ জ্ঞানের অনন্য একটি প্যাকেজ তৈরি করতে ব্যবহার করে। যদিও ইন্টারনেট সেই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে সহজ করেছে, এই শব্দটি আসলে ডিজিটাল সেলিব্রিটিদের যুগের পূর্বাভাস দেয়। ইনফোপ্রেনিউর এমন এক উদ্যোক্তা যিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে তথ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করেন।

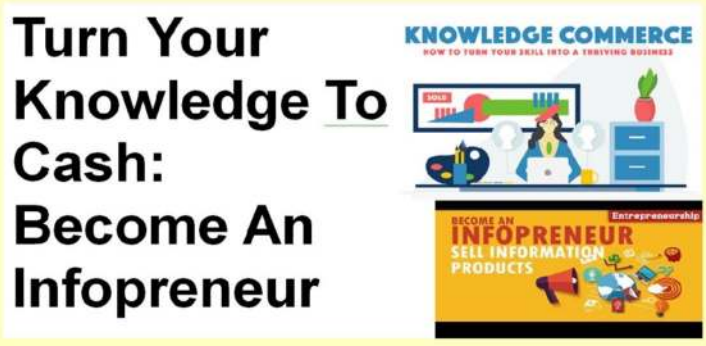

ইনফোপ্রেনিউরশীপের ইতিহাসে দেখা যায় Harold F. Weitzen ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ইনফোপ্রেনিউর শব্দটি ট্রেডমার্ক হিসেবে নিবন্ধিত করেছিলেন, যিনি ১৯৮৮ সালে "ইনফোপ্রেনারস: টার্নিং ডেটা ইন ডলার (Infopreneurs: Turning Data Into Dollar)" নামক বইটি প্রকাশ করেছিলেন, যা এ বিষয়ে লেখা বিশ্বের প্রথম বই। ভিডিও, অডিও, টেপসরেকর্ড সিডি, টকশো ইত্যাদি ছিলো '৮০ এবং' ৯০ এর দশকে ইনফোপ্রেনিউরদের দ্বারা ব্যবহৃত অফলাইন মাধ্যম। দেশে দেশে ইন্টারনেট সংযোগ আসার পর ইনফোপ্রেনিউরদের গতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। গুগুল ব্যবহার করে মুহূর্তে যেমন সকল তথ্য সংগ্রহ করা যায় তেমনি মুহূর্তে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, উৎস, মেধাবীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে পুঁজি, অফিস, ভূমি এমনকি স্টাফবিহীন নামমাত্র ব্যয়ে শুধুমাত্র ধারণা এবং মেধার মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসে একজন ইনফোপ্রেনিউর তার বাণিজ্য শুরু করতে পারে। ইনফোপ্রেনিউর এমন এক উদ্যোক্তা যিনি মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে জ্ঞানের ঘাটতি, পরিস্থিতি চিহ্নিত করে এবং লক্ষ্যভিত্তিক তথ্য, পণ্য এবং পরিষেবা বিক্রয় করে এবং উদ্যোগী তথ্যভিত্তিক ব্যবসা তৈরির সুযোগগুলি চিহ্নিত করে।

এ যুগের ইনফোপ্রেনিউরদের গাদা গাদা চিঠি, নোটশীট, কুরিয়ার ব্যবহার করতে হয় না। প্রযুক্তি জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী মেধা দিয়ে তারা বলতে গেলে পুঁজিহীন এবং ঝুঁকিবিহীন ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর উত্থান এবং প্রকাশনা প্রযুক্তিগুলির অগ্রগতি ইনফোরপ্রেনার গতি দ্রুত পাল্টিয়ে দেয়। টুইটার, লিংকডিন, ইউটিউব এবং ফেসবুকের মতো সাইটের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিনামূল্যে অসংখ্য স্থানে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে পাঠাও, উভার, ওভাই ইত্যাদি গণপরিবহন অ্যাপসগুলো ইনফোপ্রেনিউরশীপের অত্যন্ত উজ্জ্বল উদাহরণ।

বর্তমান উদ্যোক্তাদের দ্বারা বেষ্টিত। কেউ দুর্দান্ত পণ্য বিক্রি করছে, কেউ অনন্য পরিষেবা সরবরাহ করছে, কেউ একটি অবিশ্বাস্য ধারণা নিয়ে আসছে এবং কেউ কেউ বিদ্যমান ধারণাকে আরো সহজরূপে তৈরি করছে। প্রতিটি উদ্যোগের নিজস্ব ঝুঁকি এবং শর্ত রয়েছে।

তবে একটি নতুন ধরণের উদ্যোক্তা স্টার্টআপ বিশ্বে তার পথ সন্ধান করছে। অন্যান্য উদ্যোক্তা শৈলীর বিপরীতে এই উদ্যোক্তাকে কম আর্থিক বিনিয়োগ, ঝুঁকি এবং আরও বেশি সময়, অধ্যবসায় এবং শক্তি প্রয়োজন। এই উদ্যোক্তারা সাধারণত ইনফোপ্রেনার্স হিসাবে পরিচিত যারা ডেটা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার চাহিদা, লক্ষ্য, বাজারের ইচ্ছা এবং আকাঙ্খাকে পুঁজি করে।

ইনফোপ্রেইনার এমন এক উদ্যোক্তা যিনি মূলত বাজারে (অনলাইন এবং অফলাইন) তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত ও বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করেন। যেমন বর্তমানে যেটা দেখা যায় কেউ দুর্দান্ত পণ্য বিক্রি করছে দোকানদার এবং গ্রাহদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে, নিজের মেধা আর শ্রম ছাড়া কোন পুঁজি নেই। কেউ অনন্য পরিষেবা সরবরাহ করছে বাতাসের বেগে। কেউ একটি অবিশ্বাস্য ধারণা নিয়ে আসছে এবং কেউ কেউ বিদ্যমান ধারণাকে আরো সহজরূপে তৈরি করছে। ধারণাগুলো ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করছে কোনধরণের পুঁজি কিংবা জনবল ছাড়াই।

মহামারি কোভিড বিশ্বব্যাপি ইনফোপ্রেনিউরশীপ ধারণাটিকে আরো বেশী প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। মুদির বাজার, মেডিসিন এমনকি শাকসবজিসহ নিত্যনৈত্তিক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনকারী, বিক্রেতা ও ভোক্তাদের মধ্যে অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে হোম সার্ভিস সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা ক্রেতাদের যেমন সুবিধা এনে দিয়েছে তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি অনেক ব্যবসায়ির জন্য ব্যাপক পরিসরে এবং সহজে পণ্য বিক্রয়ের দ্বার উন্মোচিত করেছে। এখানে পুঁজিবিহীন শুধুমাত্র তথ্যসম্ভার ও প্রয়োজনীয় সংযোগ সৃষ্টি করে লাভজনক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শপআপ নামের এরকম একটি সফল উদ্যোগ রয়েছে- যা ইনফোপ্রেনিউরশীপের সফল একটি উদাহরণ হতে পারে। শপআপ উদ্যোক্তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের এক ছাদের নীচে নিয়ে এসেছে। এছাড়াও তারা উৎপাদনকারীকে পাইকারী বিক্রেতার সঙ্গে, পাইকারী বিক্রেতাকে খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। পণ্য পৌছে দেয়া, ই-পেমেন্ট, অনলাইনে দোকান চালানো থেকে শুরু করে একটা ছোট ব্যবসা চালাতে যত ধরনের সুযোগ সুবিধা লাগে, তার সবকিছুই শপআপ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

ইনফোপ্রেনাররা উদ্যোক্তার চেহারা বদলে দিয়েছিল কারণ তারা প্রমাণ করেছিল যে কর্মী বা সরঞ্জাম না নেওয়া বা প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করা এবং এমনকি খুব কম আর্থিক ঝুঁকির সাথে জড়িত না হয়েই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সাধারণভাবে, ইনফোপ্রেনার্সের ৭ ধরণের রয়েছে। এইগুলো হলো -

কোর্স স্রস্টা (Course Creators): এই infopreneurs পূর্ণ কোর্স তৈরি করে এবং এটি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বা উডেমির মতো অনলাইন মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে বিক্রি করে।

লেখকগণ (Authors): এই ধরণের ইনফোপ্রেনাররা তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অর্ন্তদৃষ্টি একটি বই বা একটি ই-বুকের মধ্যে নিয়ে সেগুলি বিক্রি করে অর্থোপার্জন করে।

কুলুবি ব্লগার (Niche Bloggers): সাধারণত, ব্লগাররা কিছুই বিক্রি করে না। তারা প্রকাশ্যে উপলভ্য প্ল্যাটফর্মটিতে তাদের চিন্তাভাবনা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অর্ন্তদৃষ্টি ভাগ করে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা তাদের পক্ষে প্রচারিত ব্র্যান্ডগুলির সাথে অংশীদার হয়ে অর্থোপার্জন করে।

নীচ পোডকাস্টারস (Niche Podcasters): কুলুঙ্গি পোডকাস্টারগুলি ব্লগারদের সাথে সমান, কেবলমাত্র পার্থক্যটি প্ল্যাটফর্ম। পোডকাস্টাররা তাদের তথ্য, অডিও আকারে ভাগ করে।

নিচ ভলগার (Niche Vloggers): ভোলগাররা একধরণের ব্লগার যারা ভিডিও আকারে তাদের তথ্য শেয়ার করে।

বক্তা (Speakers): একজন স্পিকার তার নিজের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, যিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করেন। তার ব্যবসায়িক মডেলটিতে একটি ইভেন্টে কথা বলার জন্য অর্থ চার্জের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

কোচ (Coaches): কোচরা এমন ব্যক্তি যা অন্যদের ব্যক্তিগত সম্ভাব্যতা আনলক করতে সহায়তা করে। তারা অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে তাদের পরিষেবা সরবরাহ করে।

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ইনফোপ্রেনিউর (Infopreneur)

..... ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পরামর্শদাতা (Consultants): একজন পরামর্শদাতা এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি তার পেশাদার পরামর্শ ব্যবসা এবং ব্যক্তিদেরকে বিক্রয় করেন।

চিন্তার নেতৃবৃন্দ (Thought Leaders): একজন চিন্তাশীল নেতা একটি কুলুঙ্গি বিশেষজ্ঞ যা লোকেরা এই কুলুঙ্গির সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সন্ধান করে। এগুলো অনেক ধরণের চ্যানেলের মাধ্যমে পরিচালনা করে যার মধ্যে এমনকি সামাজিক মিডিয়াও অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও 6-step process রয়েছে যা দিয়ে যে কাউকে যে কোনও Infopreneur business শুরু করতে অনুসরণ করা যেতে পারে।

ধাপ ১: NICHE ঠিক করা: Niche ধারণাটি বেশিরভাগই জ্ঞাত নয়। প্রায় সকলেই মনে করেন সবার কাছে সার্ভিস বা পণ্য বিপনন করতে চাইলে সর্বাধিক লাভবান হওয়া যায়। এধারণাটি ভুল। বিশ্বে নানা জাতের নানা মানসিকতার লোক রয়েছে। বিশ্বে সকলের চাহিদা, প্রয়োজন, রুচি কখনো এক নয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে। আপনার দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষের উপরে রাখতে হবে। আপনার পণ্য বা সেবা কী সেই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/ মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে মনোনিবেশ/গবেষণা করতে হবে। ঢালাওভাবে সবধরণের মানুষের চাহিদা নিয়ে কাজ করলে গুণগত মানে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। একজন Infopreneur হিসেবে এতোগুলা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এসে সকলের চাহিদা মেটানো একজনের কাজ নয়। একজন Infopreneur হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার কাছে যা আছে (পণ্য/ সেবা) তা যাদের চাহিদা মেটাবে শুধুমাত্র ওই কাস্টমারদের খুঁজে বের করা। অর্থাৎ আপনার এই কাড়িখত গ্রাহকই আপনার Niche.

ধাপ ২: গ্রাহকের কাছে সঠিক বার্তা (message) প্রেরণ: আপনি যে ধরণের সেবা/পণ্য দিতে চাচ্ছেন সেটা যে তাদের জন্য কতটুকু উপযোগী বা উত্তম সেটা গ্রাহককে স্বল্পকথায় সুন্দর বার্তায় পৌছাতে হবে।

ধাপ ৩: ব্র্যান্ড তৈরি : ব্র্যান্ড মানে অনন্য বা অন্যদের চেয়ে আলাদা বা স্বতন্ত্র করে প্রস্তুত করা। ব্যবসায়ের ব্র্যান্ড বর্ণনা করার সহজ উপায় হলো এটিকে একটি "ব্যক্তিত্ব" হিসাবে বিবেচনা করা। আপনার কথায় বা পণ্য/সেবা বিপনণে নির্দিষ্ট কিছু সিগনেচার বৈশিষ্ট্য থাকেবে যা আপনাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলবে।

আপনাকে আপনার নিজের ব্যক্তিত্বের দিকগুলি নির্বাচন করতে হবে যা আপনার লক্ষিত গ্রাহদের জন্য সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একসাথে একটি ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব হয়।

ধাপ ৪: প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা: প্ল্যাটফর্ম হলো একটা মাধ্যম, যার মাধ্যমে লক্ষিত গ্রাহক/জনগোষ্ঠী বা অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বার্তাটি সহজে ব্যাপক আকারে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠে। বর্তমানে এধরণের প্ল্যাটফর্ম খুব সহজেই কোন বই, ব্লগ, সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুক, ইউটিউব, লিংকডিন, টুইটার, ওয়াটসআপ, ভাইবার, মেসেঞ্জার, ইমো দিয়ে তৈরী করা যায়, যেখানে আপনি প্রয়োজনীয় সকল বার্তা, content সহজ ও সুন্দরভাবে দ্রুততার সাথে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা সম্ভব হয়। আরো সহজভাবে বলগে গেলে, সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে যে সিস্টেমে আপনার ফি" কন্টেন্ট সরবরাহ করবেন সেটাই হল প্লাটফর্ম এবং এটার মাধ্যমেই ওইসকল গ্রাহকদের কাছে আপনার পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যাবে।

ধাপ ৫: Create revenue streams: এটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। revenue streams এমন একটি উপায়, যার মাধ্যমে সেবা/পণ্যের মাধ্যমে ইনকাম করা যায়। ইনফোপ্রেনারদের তৈরি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য revenue স্ট্রিমের মধ্যে রয়েছে : বই / ই-বুক, অনলাইন কোর্স, কোচিং, ইভেন্ট (লাইভ এবং ভার্চুয়াল) ইত্যাদি।

ধাপ ৬: Develop a sales funnel: কোন বিষয়ে লক্ষিত ব্যক্তি/ জনগোষ্ঠীর যে সম্ভাব্য আগ্রহ রয়েছে তা ইনফোপ্রেনারদের কাজে লাগাতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, অন্যসব লোকের মধ্যে আপনিই একজন যিনি পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফলাফল অর্জনে সক্ষম। বিক্রয় ফানেলের মূল বিষয়টি হলো সম্ভাব্য গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা। তাদের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করে তাদেরকে আসলে কী দিতে চান তা নিশ্চিত করা এবং বিক্রয় পদ্ধতি ও লেন-দেন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। এবং তারপরে repeat sales and up-selling এর পথ সুগম করা।

এখানে ফানেল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, ফানেলের বড় মুখওয়ালা প্রান্ত দিয়ে সব leads বা সম্ভাব্য গ্রাহকেরা প্রবেশ করে এবং অপর প্রান্ত দিয়ে অর্থপ্রদানকারী গ্রাহক / কায়েন্ট হিসেবে বেরিয়ে আসে।

পরিশেষে বলা যায়, আবেগকে লাভে পরিণত করার এক উপায় হলো ইনফোপ্রেনিয়রশীপ। ইনফোপ্রেনিউর হওয়ার সবচেয়ে ভাল সুবিধা হলো কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকার দরকার নেই। তবে এটির জন্য উদ্যোক্তার যে ব্যবসার সূচনা করতে চান সে বিষয়ে গড়ের চেয়ে বেশি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে উন্নয়নকে টেকসই ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগপোযোগী করতে ইনফোপ্রেনিয়রশীপ এর বিকল্প নেই।

তথ্য ও ধারণাগত সহায়তা নেওয়ার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা:
https://smallbiztrends.com/.../what-is-an-infopreneur.html
https://baileyrichert.com/how-to-launch-an-infopreneur...
https://smallbiztrends.com/.../business-ideas-for...
https://www.amazon.com/Infopreneurs-Turning.../dp/0471633712
https://www.facebook.com/Basunia.Rezwan/

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

কোভিড-১৯ এর চলমান পরিস্থিতিতেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চক্ষুসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় মোট ২টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	২	১৭১	৪৩	৩৩
মোট	২	১৭১	৪৩	৩৩
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৮৩	২৩২২৩জন	৪১৮৭জন	২৪৫৮জন

সহকর্মী স্মৃতি সেনের অবসর গ্রহণ

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় এর অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী পরিচালক স্মৃতি সেন গত ১৫ আগস্ট পূর্ণমেয়াদে সফলভাবে চাকুরী সম্পন্ন করে অবসর গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়ী সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর পরিচালক (অপারশেন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরীসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উপস্থিত সহকর্মীগণ তাঁর আনন্দময় জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। উল্লেখ্য স্মৃতি সেন ১৯৯৭ সালে ঘাসফুলে হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে সততা ও সুনামের কাজ করেন।

কোভিড-১৯ চলাকালীন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী নতুন বিপর্যয় মহামারি কোভিড-১৯। বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। মহামারি কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লকডাউন শুরু হয় ২৬ মার্চ থেকে। হঠাৎ করে কর্মহীন হয়ে পড়ে অসংখ্য খেটে খাওয়া দিনমজুর ও স্বল্পআয়ের অন্যান্য পেশার মানুষ। সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়ে দিনে এনে দিনে খাওয়া পরিবার। ঘন জনবসতির বাংলাদেশে কোভিড -১৯ মহামারী জনস্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভয়ংকর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তেমনি কর্মহীন হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে আর্থিক সংকটে পতিত হয়। একদিকে রয়েছে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে রয়েছে ক্ষুধার জ্বালা। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় যখন দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয় তখন ক্ষুদ্র উৎপাদক, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার, আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে আসে। লকডাউনজনিত কারণে দোকান বন্ধ থাকাতে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ির পুঁজি নষ্ট হয়ে পড়ে। সাধারণত দেশের এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা অর্থের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের উপর নির্ভর করে। ঘাসফুল দুর্যোগকালীন সময়ে সরকারী বিধি নিষেধ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার (২৩ মার্চ- ৩১ মে) মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সকল কিস্তি আদায় বন্ধ রাখে। ঘাসফুল এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এসব তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা নিয়েও কাজ করে। দুর্যোগকালীন গ্রাহকদের জরুরী তথ্যসেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে লকডাউনের পূর্বেই ঘাসফুল কর্মএলাকার ৪৭৮৯টি সমিতির সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষসহ মোট ১৪৩৬৭ জনের হালনাগাদ টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে এলাকা ও মাঠকর্মী ভিত্তিক তালিকা করা তৈরী করে নেয়। ঘাসফুল তার কর্ম-এলাকা; চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রতিটি সমিতিতে টেলিফোনে কোভিড বিষয়ে সচেতনতা ও তথ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ঘাসফুল গ্রাহকদের পাশাপাশি সংস্থায় কর্মরত কর্মকতা-কর্মচারীদের নিরাপত্তাকেও অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ঘোষিত লকডাউনকালীন তিনমাস অফিস বন্ধ রাখা হয়। এ সময় মাঠপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে তাদের সচেতনতা ও তথ্য সহায়তামুলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। লকডাউনকালীন সংস্থার কর্ম-এলাকায় খাদ্যসামগ্রী, কৃষকদের বীজ, পিপিই, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, নগদ অর্থ সহায়তাসহ বিভিন্নধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়। লকডাউন শেষে অদ্যবধি মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকদের কিস্তি আদায়ে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে কোনধরণের জোর না করার কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়। গ্রাহকদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় কিস্তি আদায় করেছেন শুধুমাত্র তাদের কাছেই ঋণ আদায় সম্পন্ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ঘাসফুল এর যে সকল কর্মকর্তাগণ কাজ করেন, তারা এসময়ে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন। তবে তারা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে, সহযোগীতাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করছেন। পরিস্থিতি যেমনই হোক সময় থেমে নেই, জীবনও থেমে নেই। ঘাসফুল এখন মহামারি কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ ও শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকদের ঘুরে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। আমরা সকলে জানি সকল খারাপেরও একটি ভাল দিক থাকে। কোভিডকালীন পরিবেশ দুষণ কম হওয়াতে কৃষিক্ষেত্রে অনেকেই অধিক সফলতা অর্জন করে। ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সহায়তায় কোভিড সময়ের বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো সদস্য তিন সফল নারী; মাছচাষী আংকুরা বেগম, পেঁপেচাষী রুবি দেবী নাথ এবং ফার্ণিচার ব্যবসায়ী রুজি আকতার এর গল্পগুলো তুলে ধরতে চাই - যারা নানা প্রতিকুলতার মুখোমুখি শেষে সফল হয়েছেন।

আংকুরা বেগম একজন সাধারণ গৃহিণী। তার বসবাস চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল গ্রামে। স্বামী সালেহ আহমেদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইপ ফিটিং মিস্ত্রি হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন। স্বামীর অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে প্রথমে তারা নিজেদের টাকায় পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে কোয়েল পাখির ডিমের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তাদের কোয়েল পাখির সংখ্যা ৫০০টি।

আংকুরা বেগম ও তার স্বামী

প্রতিদিন ডিম পাড়ে ৪০০টি। এই ডিম বিক্রি করে প্রতিদিন আয় করেন ৮০০/- (আটশত) টাকা প্রতি মাসে আয় করেন ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকার মতো। সাধারণত; মাছের খামার থেকে প্রতি ছয়মাস পর পর মাছ বিক্রি করা হয়। মাছের ফলন ভাল হওয়ায় আংকুরা বেগম দেড়/দুই লক্ষ টাকার মতো আয় করেন। তবে করোনাকালীন সময়ে তারা বিভিন্ন সমস্যারও সম্মুখীন হন। যথাসময়ে আড়তে মাছ সাপ্লাই দিতে না পারায় প্রচুর টাকা লোকসানও গুনতে হয়। আচমকা এধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে প্রথমে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি জানতে পারেন ঘাসফুল তার সদস্যদের ঋণ প্রদান করছেন। তিনি ঘাসফুল মেখল-১ শাখার ব্যবস্থাপক মনসুর আলীর সাথে সাক্ষত করেন এবং ঘাসফুলের সদস্য হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। ব্যবস্থাপক তাকে সকল ধরনের সহযোগীতা এবং ঋণ প্রদানে সহায়তা দেন। কোভিড বিপর্যয় বিবেচনা করে ঘাসফুল আংকুরা বেগম এর অনুকুলে ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ) টাকা ঋণ অনুমোদন করে। এ টাকা দিয়ে আংকুরা বেগম তার ব্যবসা পুনরায় চালু করেন। বিপদের দিনে এতো সহজে ঋণ পেয়ে তিনি ব্যবসাটি পুন:চালু করতে পারায় অত্যন্ত খুশি। তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং ভবিষ্যতে ঘাসফুল এর সহায়তায় ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধি করার আশা প্রকাশ করেন। পারিবারিক জীবনেও আংকুরা বেগম সফল। বড় মেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি মাস্টার্স পাশ করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করার অপেক্ষায় রয়েছে, মেজো মেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেমেস্ট্রি থেকে মাস্টার্স ফাইনাল অংশগ্রহণ করে এবং বড় ছেলে এবারের এইচএসি পরিক্ষার্থী। উল্লেখ্য ছেলেটি ঘাসফুল শিক্ষা বৃত্তির অধীনে দুইবার বৃত্তি লাভ করে। ঘাসফুল শিক্ষাবৃত্তি লাভ করায় তিনি ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। আংকুরা বেগম ও তার স্বামী মিলে নিজের জীবনের স্বাচ্ছ্যন্দের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদেরকেও লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্যমানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঘাসফুল ও চায় আংকুরা বেগমের আগামী হোক আরো সুন্দর এবং সমৃদ্ধ।

রুবি দেবী নাথ

এরকম কোভিড বিপর্যয়ে পড়ে একই ইউনিয়নের অধিবাসি রুবি দেবী নাথ। তিনিও ঘাসফুল এর শরণাপন্ন হন। অবশ্য তিনি ২০১৩ সাল থেকে মেখল শাখা (ইউনিট-২) এর সদস্য। লকডাউনকালীন ২৬ মার্চ থেকে সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। বির্পযয় নেমে আসে সাধারণ মানুষের জীবনে। ব্যতিক্রম হয়নি রুবি দেবীর সংসারেও। অসহায় হয়ে পড়েন স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে। সরকার যখন ৩১ মে থেকে সীমিত আকারে সকল কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দেন। ঘাসফুল সরকার ও সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করে। এসময় রুবি দেবী ঋণের জন্য আবেদন করলে ঘাসফুল তাকে ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করে। এই টাকা দিয়ে রুবি দেবী নতুন করে পেঁপেচাষ শুরু করেন। বর্তমানে কিছু কিছু গাছে ফল আসা শুরু হয়েছে। ঋণ নিয়ে রুবী দেবী ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আবোরো। আশা করছেন করোনায় যে ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠবে সহসা। সাহস এবং শক্তি পাচ্ছেন ঘাসফুলের সহায়তায়।

কোভিডকালীন ঘুরে দাঁড়ানো তিন নারীর মধ্যে শেষ যোদ্ধার নাম রুজি আকতার। স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে বাস করেন চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এলাকায় মান্নান সওদাগরের ঘাট কলোনীতে। রোজী'র স্বামী একসময় ফার্নিচারের দোকানে পালিশ মিস্ত্রি হিসেবে চাকরী করতেন। পূর্বের কাজের সূত্রে যেহেতু অনেকের সাথে পরিচিত আছেন তাই রোজী আকতার স্বামীকে নিয়ে ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করেন। স্বলপুঁজিতে তারা যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন কোভিডকালীন তা তলানিতে নেমে আসে প্রায়। পুঁজি সংকটে তারা এলাকায় ঘাসফুল এর সমিতিগুলোতে যোগাযোগ করলেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে তারা ঋণ চাইলে ঘাসফুল ৭০০০০/- (সত্তর হাজার) ঋণ অনুমোদন করেন। রোজী আক্তার ২০১৮ সাল থেকে ঘাসফুল বহদ্দার শাখার (শাখা কোড-১৯) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ঘাসফুল এর ঋণ নিয়ে তারা শুরু করেন নতুন করে পথচলা। বর্তমানে সকল বিপর্যয় পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি করছেন এবং বেশ ভালোভাবে চলছেন। সংকটকালীন জরুরী ঋণ সহায়তার জন্য রোজী দম্পতি ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন এইভাবে ঘাসফুল যদি তাদের পাশে থাকে তাহলে তারা অনেকদুর যেতে পারবে।

উল্লেখ্য ঘাসফুল তার কর্মএলাকায় কোভিডকালীন সময়ে এইভাবে ঋণ প্রদান করে তার উপকারভোগী সদস্যদের পাশে দাঁড়ান যাতে তারা এই সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

রুজি আকতার ও তার পরিবার

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১১২জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২৯২৯৪২৩/-(উনত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশত তেইশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ১৩৯১৬৪৯/- (তের লক্ষ একান্নব্বই হাজার ছয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৬০০০০/-(ষাট হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৭৫৩
সদস্য সংখ্যা	৭৬০৮৮
সঞ্চয় স্থিতি	৬৬৯৩৮৪৩১৮
ঋণ গ্রহীতা	৫৮১৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৬৭০৫৮৩৭৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৫৩৮৯৩২৭১৭৪
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৩১৬৫১০৫২৬
বকেয়া	২৩৫৯৭৭৮৯৪
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

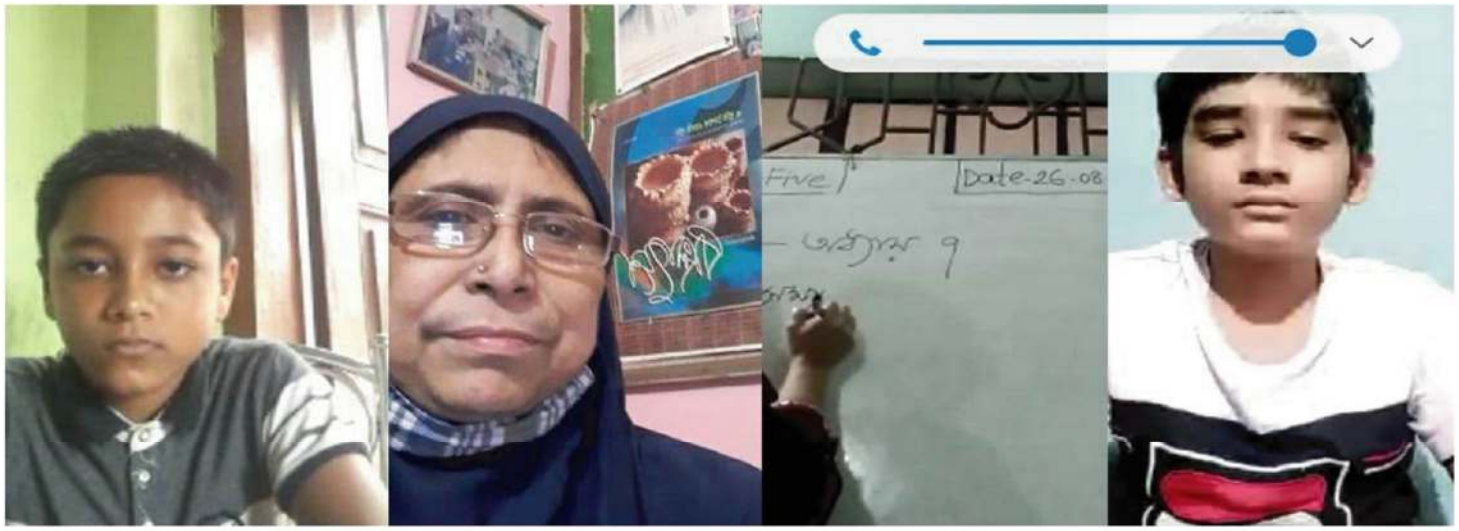

কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারীর কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করা হয়। এধরণের কঠিন দুঃসময়ে দীর্ঘদিন ধরে স্কুল বন্ধ থাকলে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের উদ্যোগে গত ১৬ আগস্ট থেকে ফোন কনফারেন্স এর মাধ্যমে অনলাইন হোম স্কুলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। অনলাইন হোম স্কুলিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯.০০ থেকে ১০.০০টা পর্যন্ত প্লে গ্রুপ হতে ১ম শ্রেণি এবং সকাল ১০.৩০ হতে বেলা ১২.৩০টা পর্যন্ত ২য়শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণির অনলাইন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মোট ২৩ জন শিক্ষার্থী অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়। অনলাইন ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন শিক্ষিক জান্নাতুল মাওয়া, নাজমা ইসলাম, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার ও তানজিনা হক। সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ: মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে আমরা 'New normal life'-এ অভ্যস্থ হওয়ার চেস্টা করছি। তারই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
ME Financial Operational Guidelines for PO's	৮ আগস্ট	১জন	পিকেএসএফ
A Demand Assessment workshop for the skill Development of the NGO Staff	১৮আগস্ট	১জন	ডেভকম
Training on Effective Microfinance Management	১৯আগস্ট	৫৮জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রেষনা, শুদ্ধচার ও আমাদের জীবন	১৯আগস্ট	১জন	বিআইডিপি
Investment case on FP and Population policy	২০আগস্ট	১জন	পিপিআরসি
কেভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঋণ কার্যক্রম	২৩-২৬ আগস্ট	৩জন	পিকেএসএফ
Microfinance Operation & Management	২৪আগস্ট	১জন	এমআরএ
Accounts Keeping and Financial Management Training	১৬সেপ্টেম্বর	৫৩জন	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Awareness Building on constitutional and legal Rights	২০ সেপ্টেম্বর	১জন	চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়
অভিবাসন ও কল্যাণমূলক সেবা সম্পর্কে অংশীজন সভা	২৪ সেপ্টেম্বর	১জন	জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম
Technical Seminar / Biogas	২৭সেপ্টেম্বর	২জন	এটিইসি

মেয়াদপূর্ণকারী বিশেষ সঞ্চয়ী সদস্যদের মাঝে চেক বিতরণ

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন হাটহাজারীর গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিশেষ সঞ্চয়ী কার্যক্রমের পাঁচজন সদস্যের দুইবছর মেয়াদপূর্ণ হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর উক্ত সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ের সমপরিমান অনুদানের টাকা একাউন্টপেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। মোট টাকার পরিমান ছিল ৯৪,৮০৬/-(চুরান্নব্বই হাজার আটশত ছয় টাকা)। এসময় উপস্থিত ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান। বিশেষ সঞ্চয়ী ও অনুদানপ্রাপ্ত সদস্যরা হলেন রোকেয়া বেগম, কনিকা বড়ুয়া, রুমা রানী দেবী, আকতার বেগম ও আম্বিয়া খাতুন। তাঁরা প্রত্যেকে উক্ত টাকা দিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ২০০জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট তিনলক্ষ টাকা বয়স্কভাতা ও ১ জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ২৪০জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

বর্তমান করোনাকালীণ সময়ে পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারীর মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকেন। গত তিন মাসে স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১৪৬৫জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ২৪৮জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ৪০৩০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৫৯১০টি, পুষ্টিকণা ১৩৯৫টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৬০০০টি বিতরণ করা হয়।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ও ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৩৮৯ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭১ জন
পরিবার পরিকল্পনা	২১০৬ জন
নিরাপদ প্রসব	১১ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৪১৬ জন
হেলথ কার্ড	৯৮ জন

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২০ • সংখ্যা ০৩
• জুলাই-সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৯ বছর

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস - ২০২০

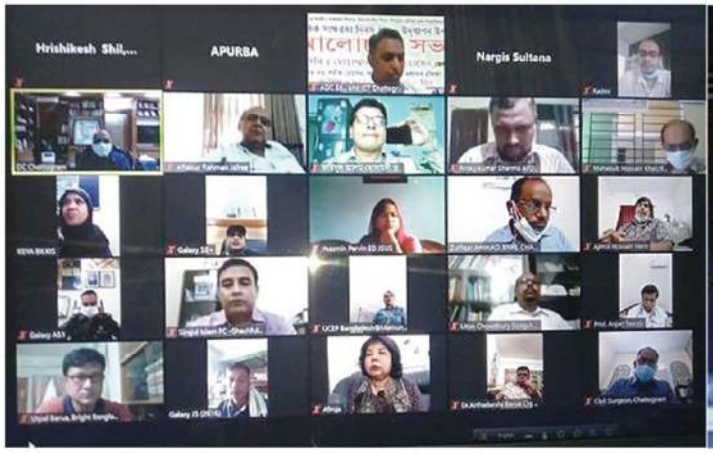

গত ০৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ উপলক্ষে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানোর কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা'। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ. জেড. এম. শরীফ হোসেন, প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মো: ইলিয়াছ হোসেন। সভায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. শেখ ফজলে রাব্বি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হৃষিকেশ শীল, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ব্র্যাকের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসূচির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাহবুব হোসেন খান । এসময় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

ঘাসফুল ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট থ্রু এনহেনসিং প্রগ্রেসিভ স্কিল এন্ড ক্রিয়েটিভিটি (ইয়েস) প্রকল্পের আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

যুবসমাজকে পর্যাপ্ত কারিগরি সক্ষমতা নিয়ে আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় চট্টগ্রাম মহানগরীতে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্পের উদ্যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর 'কোভিড-১৯, আমাদের যুবসমাজ : চ্যালেঞ্জ ও সংকট' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সংলাপে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উপপরিচালক মোঃ সালেহ আহমদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর উপপরিচালক মাধবী বড়ুয়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ রাশেদুজ্জামান, তথ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ সাইদ হাসান, চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ উদ্দিন, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্টার ডঃ মোঃ শফিউল্ল্যাহ মীর, ইউসেপ বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী জয় প্রকাশ বড়ুয়া, ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, ইয়েস প্রকল্পের ফোকাল পার্সন এবং প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, উপকারভোগী যুব লিডারগণসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সঙ্গে যুবদের কোভিড -১৯ সংকট মোকাবেলায় একযোগে কাজ করতে হবে এবং পর্যাপ্ত কারিগরি সক্ষমতা নিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প সমন্বয়কারী রবিউল হাসান।

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ghashfuleheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org